আগে পিছে সূরার সাথে সম্পর্ক

১) সূরা নাসের প্রথম আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলার গুণবাচক নাম রব (অর্থাৎ লালন পালনকারী) শব্দ দ্বারা আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া হয়েছে ঠিক তেমনি সূরা ফাতিহার প্রথম আয়াতের মধ্যে রব শব্দ ব্যবহার করে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করা হয়েছে।

২) সূরা নাস এর দ্বিতীয় আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলার গুণবাচক নামের মধ্য থেকে মালিক শব্দ দ্বারা

আশ্রয় চাওয়া হয়েছে ঠিক তেমনি সূরা ফাতিহার ৩ নাম্বার আয়াতের মধ্যে মালিক শব্দ ব্যবহার করে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করা হয়েছে।

৩) সূরা নাসের মধ্যে তৃতীয় ধাপে শয়তানের প্ররোচনা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া হয়েছে ঠিক তেমনি সূরা ফাতিহার মধ্যে তৃতীয় ধাপে আল্লাহ তাআলার কাছে সরল পথ পদর্শনের জন্য আশ্রয় চাওয়া হয়েছে।

৪) অনেক স্কলারদের মতে সুরা ফাতিহার সম্পর্ক নির্দিষ্ট কোন সূরার সাথে নয় বরং তার সম্পর্ক কোরআনের প্রতিটি সূরার সাথে এই কারণেই সূরা হিজর এর মধ্যে এটিকে কুরআনে আজিম বলা হয়েছে অর্থাৎ সূরা ফাতিহা একলাই একটি মহান কুরআন।

৫) সূরা ফাতিহার মধ্যে আল্লাহ তাআলার চারটি গুণবাচক নাম রব - রহমান - রহিম - মালিক ব্যবহার করা হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে সামনের সূরা গুলির মধ্যে অর্থাৎ পুরা কোরআন শরীফে এই চার গুণবাচক নামের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৬) সুরা ফাতিহার মধ্যে গোটা মানব সম্প্রদায় কে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে অর্থাৎ যারা নেয়ামত প্রাপ্ত - যারা অভিশপ্ত - যারা পথভ্রষ্ট, ঠিক তেমনি ভাবে সামনের সূরাগুলির মধ্যে অর্থাৎ পুরা কোরআন শরীফে এই তিন প্রকারের মানব সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৭) সূরা ফাতিহার মধ্যে আল্লাহ তায়ালা বান্দার সম্পর্কে তিনটি কাজের কথা উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদত করা - আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা - এবং আল্লাহর নিকট সরল পথ প্রদর্শনের দোয়া করা, ঠিক তেমনিভাবে সামনের সূরাগুলির মধ্যে অর্থাৎ পুরা কোরআন শরীফে এই তিনটি কাজের ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সূরার শুরু এবং শেষের অংশের মধ্যে সম্পর্ক

১) সূরা ফাতিহার শুরুতে মহান আল্লাহ তায়ালা রব, রহমান, রহিম, মালিক, ইত্যাদি গুণবাচক নাম ব্যবহার করেছেন, ঠিক তেমনি সূরার শেষের দিকে মহান আল্লাহ তায়ালা ওই গুণাবলী প্রকাশকারী বিভিন্ন প্রকারের বান্দা অর্থাৎ নেয়ামতপ্রাপ্ত অভিশপ্ত এবং পথভ্রষ্টদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন।

২) সূরা ফাতিহার শুরুতে মহান আল্লাহ তায়ালা নিজের দায়িত্বের কথা তুলে ধরেছেন অর্থাৎ রব হিসেবে পুরা বিশ্ব জগতকে পরিচালনা করা এবং বান্দার প্রয়োজন মিটানো, ঠিক তেমনি সূরা ফাতিহার শেষের অংশে মহান আল্লাহ তায়ালা বান্দার দায়িত্বের কথা তুলে ধরেছেন অর্থাৎ শুধুমাত্র কেবলমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা এবং বিপদে-আপদে এবং সমস্ত প্রয়োজনে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা।

সূরার নামকরণ

তাফসীরুল কুরআনের একজন বিজ্ঞ পণ্ডিত আল্লামা কুরতুবী তার তাফসীর গ্রন্থে সুরা ফাতিহার বারটি নামের উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে তিনটি নাম সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ:

১) **ফাতিহা:** ফাতিহা শব্দের অর্থ হচ্ছে কোন জিনিসকে খোলা বা উন্মোচন করা, যেহেতু কোরআন শরীফ লিখার ক্ষেত্রে অথবা পড়ার ক্ষেত্রে সূরা ফাতিহা দ্বারা শুরু করা হয় তাই তাকে সূরা ফাতিহা বলা হয়, অন্যদিকে সূরা ফাতিহাকে ফাতিহা বলার আরেকটি কারণ হচ্ছে সূরা ফাতিহার দ্বারা প্রত্যেক নামাজ কে শুরু করতে হয়।

২) **উম্মুল কিতাব বা উম্মুল কুরআন:** আরবি ভাষায় কোন জিনিসের মূল বা ভিত্তিকে উম বলা হয়, সূরা ফাতিহাকে উম্মুল কিতাব বা উম্মুল কুরআন বলার কারণ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা গোটা কুরআন শরীফের মধ্যে যে যে বিষয়গুলি বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন তার সারসংক্ষেপ এই সূরার মধ্যে তুলে ধরেছেন, গোটা কুরআন শরীফে মহান আল্লাহ তা'আলা ছয়টি বিষয়কে বর্ণনা করেছেন, ঠিক ওই ছয়টি বিষয়ের দিকে মহান আল্লাহ তায়ালা সূরা ফাতিহার মধ্যে ইঙ্গিত করেছেন, আর ওই ছয়টি বিষয় হচ্ছে -একত্ববাদ - নবুওয়াত - কিয়ামত - আহকাম - -বিশ্বাসী - অবিশ্বাসী।

৩) **সাবউল মাসানি:** সাবউল মাসানি শব্দের অর্থ হচ্ছে বার বার পড়া হয় এমন সাতটি আয়াত, যেহেতু প্রত্যেক নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহা পড়তে হয় অর্থাৎ বারবার পড়তে হয় তাই এটিকে সাবউল মাসানি বলা হয়।

সূরা ফাতিহার ফজিলত

- হযরত আবু সাঈদ ইবনুল মোআল্লা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনার হাত ধরে বলেন যে আমি মসজিদ থেকে বের হওয়ার আগে তোমাকে কোরআনের শ্রেষ্ঠ একটি সূরা শিক্ষা দেব, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলেন তখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লামকে মনে করিয়ে দিলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ আপনি আমাকে বলেছিলেন যে মসজিদ থেকে বের হওয়ার আগে আমাকে কোরআনের শ্রেষ্ঠ একটি সূরা শিক্ষা দিবেন, তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: ওই সূরাটি হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন অর্থাৎ সূরা ফাতিহা যেটিকে সাবউল মাসানি এবং কুরআনে আজিম বলা হয় যেটি আমাকে দেওয়া হয়েছে। (দেখুন বুখারী শরীফ- ৪৪৭৪)
- হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম হযরত উবাই ইবনে কায়াব রাদিয়াল্লাহু আনহুর পাশে দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন উনাকে বলেন তুমি কি চাও যে আমি তোমাকে এমন একটি সূরা শিক্ষা দেই যার সমতুল্য না তাওরাত গ্রন্থে নাযিল করা হয়েছে না ইঞ্জিলে না যাবুরে না ফোরকানে, ওইটি হচ্ছে ওই সূরা যেটিকে সাবউল মাসানি এবং কুরআনে আজিম বলা হয়েছে অর্থাৎ সূরা ফাতিহা যেটি আমাকে দেওয়া হয়েছে। (দেখুন তিরমিজি শরীফ -২৮৭৫)

- একদা একজন ফেরেশতা এসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলেন: আপনি এমন দুইটি নূরের কারণে খুশি হয়ে যান যেটি আপনাকে দেওয়া হয়েছে, আপনার আগে কোন নবীকে দেওয়া হয়নি, সেটি হল সূরা ফাতিহা এবং সূরা বাকারার শেষের অংশ (মুসলিম শরীফ- ১৯১৩)

এক পলকে সূরা ফাতিহা

A) সূরা ফাতিহা এটি একদিকে যেমন কোরআন শরীফের বর্তমান সিরিয়ালের প্রথম সূরা ঠিক তেমনি একসাথে পরিপূর্ণভাবে নাযিল হয়েছে সে ক্ষেত্রেও এটি প্রথম সূরা, সূরা ফাতিহার আগে পরিপূর্ণভাবে কোনো সূরা নাযিল হয়নি বরং সূরার কিছু অংশ নাযিল হয়েছে যেমন সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত এবং সূরা মুজ্জাম্মিল এবং মুদ্দাছিরের কিছু অংশ, এই সূরাটিকে

কোরআন শরীফের বর্তমান সিরিয়ালের সর্বপ্রথমে রাখার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ব্যক্তি কোরআন শরীফ থেকে হিদায়াত অর্থাৎ সরল পথের প্রদর্শন চায় তাকে সর্বপ্রথম তার সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তা ও তার প্রভুর সমস্ত গুণাবলী সমস্ত ক্ষমতা এবং পাওয়ার মেনে নিয়ে তার শুকরিয়া জ্ঞাপন করা উচিত, এবং একজন হকের অনুসন্ধানকারীর মত আল্লাহর কাছে হক অর্থাৎ সরল পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা উচিত, কারণ আল্লাহ তাআলার নিকট একজন বান্দার জন্য সরল পথ প্রদর্শনের দোয়া থেকে বড় আর কোনো দোয়া হতে পারে না, তাই আল্লাহ তা'আলা সূরা ফাতিহার মধ্যে বান্দাকে সরল পথ প্রদর্শনের জন্য দোয়া করা শিখিয়েছে, (আসান তরজুমা কুরআন মুফতি তাকি ওসমানী সাহেব)

B) সূরা ফাতিহা পুরা কুরআন শরীফের সারসংক্ষেপ কারণ পুরা কোরআন শরীফে ছয়টি মূল বিষয় রয়েছে আর ওই মূল বিষয়গুলি হচ্ছে ১) তাওহীদ অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের ঘোষণা করা, ২) রিসালাত অর্থাৎ নবী সাঃ এর নবুওয়াতের উপর ঈমান আনা, ৩) কিয়ামত সম্পর্কে ঈমান আনা, ৪) আহকাম অর্থাৎ হালাল হারাম, ৫) বিশ্বাসী, ৬) অবিশ্বাসী, এই ছয়টি বিষয়কেই মহান আল্লাহ তাআলা সূরা ফাতিহার সাতটি আয়াতের মধ্যে সংক্ষেপে বর্ণনা করে দিয়েছেন।(খোলাসাতুল কুরআন মাওলানা ইলিয়াস গুম্মান)

C) কোরআন শরীফের প্রতিটি আয়াত তার প্রতিটি শব্দ

এবং অক্ষর অতি গুরুত্বপূর্ণ, তার এক একটি আয়াত সমস্ত মানব মন্ডলীর হেদায়েতের জন্য যথেষ্ট, তারপরেও কোরআন শরীফের প্রত্যেকটি সূরাকে ভালোভাবে সম্পূর্ণ গবেষণা করলে বুঝা যায় যে প্রত্যেকটি সূরার মধ্যে কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর মহান আল্লাহ তায়ালা বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং তাকে হাইলাইট করার চেষ্টা করেছেন যেটিকে আমরা উপরের নকশার মধ্যে মূল বিষয় দ্বারা নামকরণ করেছি, অন্যদিকে ওই মূল বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রতিটি সূরার মধ্যে কিছু নিম্ন ও প্রাসঙ্গিক বিষয় থাকে যেটিকে আমরা উপ বিষয় দ্বারা নামকরণ করেছি।

D) ঠিক তেমনি সূরা ফাতিহার মধ্যেও একটি মূল বিষয় রয়েছে যেটিকে মহান আল্লাহ তায়ালা হাইলাইট করার চেষ্টা করেছেন সেটি হলো মহান আল্লাহ তায়ালার নিকট সরল পথ প্রদর্শনের দোয়া করা, এবং ওই মূল বিষয়কে কেন্দ্র করে কিছু নিম্ন বিষয়ে রয়েছে, সেগুলি হল

১) দোয়ার আদব: সূরা ফাতিহার প্রথম তিন আয়াতের মধ্যে মহান আল্লাহ তায়ালা বান্দাদেরকে দোয়ার আদব শিক্ষা দিয়েছেন, সেটি হল বান্দা যখন তার প্রভুর কাছে দোয়া করবেন সে যেন দোয়ার শুরুতে মহান আল্লাহ তায়ালার গুন গায় তার প্রশংসা করে।

২) আমরা দোয়ার যোগ্য কেন হলাম: সূরা ফাতিহার চার নাম্বার আয়াতের মধ্যে মহান আল্লাহ তায়ালা এই বিষয়টি

তুলে ধরেছেন যে আমরা দোয়ার যোগ্য কেন হয়েছি, আর সেটি হল আমরা শুধুমাত্র কেবলমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করি না এবং বিপদে-আপদে সবসময় আমরা আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।

৩) মূল দোয়া: সূরা ফাতিহার ৫ নাম্বার আয়াতের মধ্যে মূল দোয়াটিকে হাইলাইট করা হয়েছে, আর সেটি হল হে আল্লাহ আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন।

৪) দোয়ার বিশ্লেষণ: সূরা ফাতিহার ছয় এবং সাত নাম্বার আয়াতের মধ্যে মূল দোয়া অর্থাৎ সরল পথের ব্যাখ্যা করা হয়েছে অর্থাৎ হে আল্লাহ আমাদেরকে ওই সমস্ত মানুষের পথে চালিও যাদের উপর আপনি মেহেরবানী করেছেন যাদেরকে আপনি নেয়ামত দিয়েছেন, আর আমাদেরকে অভিশপ্ত অর্থাৎ ইহুদি, পথভ্রষ্ট অর্থাৎ খ্রিস্টানদের পথে চালিও না।

আমাদের শিক্ষা

- মহান আল্লাহ তায়ালা সূরা ফাতিহাকে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম দ্বারা শুরু করে আমাদেরকে এই শিক্ষা দিয়েছেন যে আমরা যেন প্রতিটি ভালো কাজ বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করি, কারণ যে কাজ বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করা হয় সেটির মধ্যে আল্লাহ

তায়ালা বরকত দান করেন।

- জবাই করার সময় বিসমিল্লাহ পড়া আবশ্যক, হোক সেটি কোরবানীর পশু বা অন্য কোনো পশু।
- জবাই করার সময় কেউ যদি জেনে বুঝে বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেয় তাহলে সেটি হালাল হবে না।
- জবাই করার সময় যদি কেউ ভুলবশত বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেয় তাহলে কোনো অসুবিধা নেই সেটি হালাল হয়ে যাবে।
- জবাই করার সময় যদি কয়েকজন মিলে একসাথে ছুরি চালায় বা একজন প্রথমে ছুরি চালায় তারপর অন্যজন ছুরি চালায় সে ক্ষেত্রে উভয়ের জন্য বিসমিল্লাহ পড়া আবশ্যক।
- নামাজের প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার আগে ইমামের জন্য এবং যে ব্যক্তি একলা নামাজ পড়ে তার জন্য সুবহানাকা এবং আউযুবিল্লার পরে বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নত, প্রথম রাকাত ছাড়া অন্য রাকাতের শুরুতে সুবহানাকা এবং আউযুবিল্লাহ পড়তে হবে না শুধু বিসমিল্লাহ দিয়ে শুরু করা সুন্নত, সূরা ফাতিহার শেষে অন্য সূরা শুরু করার আগে শুধু বিসমিল্লাহ পড়া মুস্তাহাব, আর যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে নামাজ পড়বে তাকে শুধু সুবহানাকা পড়তে হবে, অন্য কোথাও আউজুবিল্লাহ ও বিসমিল্লা পড়তে হবে না।
- যে দোয়া আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা দিয়ে শুরু করা

হয় তা কবুল হওয়ার বেশি সম্ভাবনা থাকে।

- আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত ও উপাসনা করা যাবে না।
- বিপদে-আপদে সবসময় আমাদেরকে শুধুমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে।
- সরল পথে চলতে হলে আমাদেরকে আল্লাহ তায়ালার নেক বান্দাদের অনুসরণ করতে হবে।
- অভিশপ্ত ইহুদি এবং পথভ্রষ্ট খ্রিস্টানদের অনুসরণ করা যাবে না তাদেরকে আইডল বানানো যাবে না।
- নামাজের মধ্যে মুক্তাদির জন্য ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা বা অন্য কোনো সূরা পড়া হানাফী মাযহাবে জায়েয নয়, এই বিষয়ে সাহাবাদের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত ওলামাদের মধ্যে অনেক বেশি মতভেদ রয়েছে, কিন্তু হানাফি মাজহাব অনুসারে সূরা ফাতিহা না পড়া দলিলের ভিত্তিতে অনেক বেশি শক্তিশালী, তাই আমরা এর উপরেই আমল করে থাকি।
- সূরা ফাতিহার শেষে আমিন আস্তে পড়তে হবে নাকি জোরে পড়তে হবে ? হানাফী মাযহাব অনুসারে আমিন আস্তে পড়া উত্তম, দলিলের ভিত্তিতে এটি আমাদের কাছে উত্তম মনে হয়েছে তাই আমরা এর উপরেই আমল করে থাকি।

এসব বিষয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করা বা ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা একেবারেই ঠিক নয়, কিন্তু বর্তমান সমাজে এক

ধরনের আলেমরা এসব বিষয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করে থাকে যেটি একেবারেই কাম্য নয়, যে ব্যক্তি একেবারেই নামাজ পড়ে না তাকে নিয়ে কোনো মাথা ব্যাথা নেই কিন্তু কেউ নামাজ পড়তে এসে আমিন আস্তে পড়লো কিনা জোরে পড়লো হাত কোথায় বাধল এগুলো নিয়ে তাদের বেশি মাথাব্যথা, আগে একটা সময় ছিল যে এসব বিষয়গুলো শুধু আলেমরা নিজেদের মধ্যে ডিসকাস করত, কিন্তু বর্তমান সমাজের কিছু আলেমরা এইসব বিষয়গুলোকে আম জনতার সামনে তুলে ধরে তাদের মাথা খারাপ করে দিয়েছে, আসল কথা হচ্ছে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব বিষয়ে আমাদের সুবিধার্থে আমাদেরকে প্রশস্ততা দিয়েছেন আমরা ওই বিষয়গুলোকে সংকোচন করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছি।

ইতিহাসের সাক্ষী

সূরা ফাতিহার মধ্যে ইয়াহুদীদেরকে অভিশাপ প্রাপ্ত বলা হয়েছে, ইয়াহুদীদের অভিশপ্ত হওয়ার পেছনে অনেকগুলি কারণ রয়েছে যার বেশিরভাগ অংশ সূরা বাকারার মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে, এর মধ্য থেকে এখানে কয়েকটি কারণ বর্ণনা করা যাচ্ছে:

ক) তাদের অভিশপ্ত হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে তারা নবী রাসূলকে হত্যা করত।

খ) তাওরাতের যেসব হুকুম আহকাম তাদের মন মত হতো সেগুলিকে তারা বাকি রাখত আর যেগুলি তাদের মন মত হতো না সেগুলিকে তারা মিটিয়ে দিত বা পরিবর্তন করে দিত।

গ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত সম্পর্কে তাদের কোনো সন্দেহ ছিল না, কিন্তু তারপরেও তাদের বেশিরভাগ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর ঈমান আনেনি।

ঘ) তারা গরুর বাছুরকে খোদা বানিয়ে ফেলেছিল।

ঙ) তারা সম্মানিত ফেরেশতা বিশেষ করে জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে ঘৃণা করতো।

চ) তারা যাদুটনা কে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করত এবং জাদুটনার মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিত।

অন্যদিকে সূরা ফাতিহার মধ্যে নাসারা অর্থাৎ খ্রিষ্টানদেরকে পথভ্রষ্ট বলা হয়েছে, তাদের পথভ্রষ্ট হওয়ার অনেকগুলি কারণ রয়েছে, তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে:

1) তাদের বেশিরভাগ ঈসা আলাইহিস সালাম অর্থাৎ যীশুখ্রীষ্ট কে প্রকৃত খোদা মনে করে।

2) তাদের কিছু অংশ ঈসা আলাইহিস সালাম অর্থাৎ যিশু খ্রীষ্ট কে তিন খোদার মধ্যে থেকে একজন মনে করে, আর ওই তিনজন হচ্ছে ঈসা আলাইহিস সালাম মারিয়াম

আলাইহিস সালাম ও আল্লাহ।

3) তাদের একটা অংশ সলিব অর্থাৎ ক্রুশেরও পূজা করে।

4) বর্তমান সময়ে বেশিরভাগ নামধারী খ্রিস্টানরা কাউকে খোদাই মনে করে না, তারা মনে করে there is no god.

5) তারা তাদের আহবার ও রুহবান অর্থাৎ ধর্মগুরুদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে ফেলে।

6) তারা তাদের ধর্ম গুরুদেরকে খোদা বানিয়ে ফেলে।